রাহে বেলায়াত

(আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের পথ)

ও

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর যিক্‌র ওযীফা

ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রাহিমাহুল্লাহ)
পি-এইচ. ডি. (রিয়াদ), এম. এ. (রিয়াদ), এম.এম. (ঢাকা)
অধ্যাপক, আল-হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ,
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স
ঝিনাইদহ, বাংলাদেশ।
www.assunnahtrust.com

CamScanner

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রকাশকের কথা

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.

প্রশংসা আল্লাহরই যার নিয়ামতে ভালো কর্মগুলো পূর্ণতা লাভ করে। সালাত ও সালাম মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর এবং তাঁর পরিজন, সহচর ও অনুসারীদের উপর।

১৪২৩ হিজরির শাওয়াল মাসে (ডিসেম্বর ২০০২) "রাহে বেলায়াত" প্রথম ছাপা হয়। ১৪৩৪ হিজরির রজব মাসে (মার্চ ২০১৩) দশ বছর পরে সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে ষষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশ হয়। পূর্ববর্তী ছাপাগুলোতে কিছু মুদ্রণের ত্রুটি থাকায় পাঠকের সুবিধার্থে বানান শুদ্ধিকরণ, বাংলা ফন্ট বড় এবং আরবি ফন্ট পরিবর্তন করা হয়েছে। বইটির মুদ্রণ আরো পরিচ্ছন্ন ও পড়তে সহজ করার প্রচেষ্টাতে বইটির মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা আট ফর্মা বৃদ্ধি পেয়েছে।

বইটি নতুন আঙ্গিকে পাঠকের কাছে পৌঁছে দিতে পেরে মহান আল্লাহর দরবারে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

উসামা খোন্দকার
চেয়ারম্যান
আস-সুন্নাহ ট্রাস্ট

CamScanner

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

জড়বাদী ও ভোগবাদী পাশ্চাত্য সভ্যতার সর্বগ্রাসী চাপে প্রভাবিত হয়ে পড়ছেন বিশ্বাসী মানুষেরাও। একদিকে যেমন অসংখ্য ভোগবাদী জড়বাদী মানুষ ভোগের অসারতা ও আত্মার শূন্যতার পীড়নে ফিরে আসছেন বিশ্বাসের পথে, অপরদিকে বিশ্বাসীদের জীবনে পড়েছে জড়বাদের ছায়া। বিশ্বাসের আধ্যাত্মিকতা, আন্তরিকতা, মহান স্রষ্টা ও তাঁর প্রিয়তম রাসূল ﷺ-এর প্রেমের আকুলতা থেকে আমরা অনেকেই বঞ্চিত। আমরা অনেকেই কিছু কিছু ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চললেও এগুলোর আত্মিক প্রভাব আমরা পুরোপুরি লাভ করতে পারছি না। আমাদের ইসলামী জ্ঞানচর্চা অনেক সময় তর্কে পরিণত হয়ে যায়, আমাদের আধ্যাত্মিকতা হয়ে পড়ে ভণ্ডামী ও বিভ্রান্তিপ্রদ। এ সময়ে দরকার এমন কিছু কর্ম যা আমাদের হৃদয়গুলিকে আল্লাহ ও তাঁর মহান রাসূল ﷺ-এর ভালবাসায় আকুল করবে। হৃদয়কে ভরে দেবে প্রশান্তি ও স্নিগ্ধতায়। যা আমাদের আত্মিক বিকাশকে সুমহান করবে, সত্যিকারের তাকওয়া অর্জনে সহায়ক হবে। মহামহিম প্রভুর সন্তুষ্টি, প্রেম, ভালবাসা, নৈকট্য বা বেলায়াতের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে তাঁর বান্দাকে। ধন্য হবে নগণ্য সৃষ্টি তাঁর মহান প্রভুর প্রেমের পরশে।

কুরআন-হাদীসের আলোকে আমরা দেখি যে, বিশুদ্ধ ঈমান ও পরিপূর্ণ তাকওয়া বা মহান আল্লাহর নিষেধকৃত সকল বিষয় বর্জনই তাযকিয়ায়ে নাফ্স বা আত্মশুদ্ধি এবং বেলায়াত বা আল্লাহর নৈকট্য ও প্রেমের পথ। হাদীস শরীফে আল্লাহর বেলায়াত বা নৈকট্যের পথের কর্মকে দুভাগ করা হয়েছেঃ ফরয ও নফল। ফরয পালনের পাশাপাশি অবিরত নফল ইবাদত করার মাধ্যমে বান্দা তার প্রভুর নৈকট্য ও প্রেম অর্জন করে। এ বইটিতে সংক্ষেপে আত্মশুদ্ধি ও বেলায়াতের এ পথ সম্পর্কে এবং বিস্তারিতভাবে নফল ইবাদত ও আল্লাহর যিক্র, দু'আ-মুনাজাত

CamScanner

ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনার আলোকে আমরা দেখি যে, আল্লাহর পথে চলতে ফরয ইবাদতগুলিও আল্লাহর যিক্‌র হিসাবে গণ্য। এছাড়া আল্লাহর পথে চলার নফল ইবাদতের অন্যতম ইবাদত মহান রাব্বুল আলামীনের যিক্‌র করা, তাঁর কাছে প্রার্থনা করা, তাঁর বাণী পাঠ করা, তাঁর মহান হাবীব, মানবতার মুক্তির দূত, সৃষ্টির সেরা, আল্লাহর প্রিয়তম ও শ্রেষ্ঠতম রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর সালাম ও সালাত (দরুদ) প্রেরণ করা। এ সবই 'আল্লাহর যিক্‌র'-এর অন্তর্ভুক্ত।

কুরআন ও হাদীসের বর্ণনা অনুসারে, 'আল্লাহর যিক্‌র' বিশ্বাসীর জীবনের মহাসম্পদ। মহান স্রষ্টা রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি ও সাওয়াব অর্জনের অন্যতম পথ। মহাশত্রু শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে হৃদয়কে রক্ষা করার অন্যতম উপায় আল্লাহর যিক্‌র। চিন্তা, উৎকণ্ঠা ও হতাশা থেকে মুক্তি পাওয়ার অন্যতম মাধ্যম আল্লাহর যিক্‌র। ভারাক্রান্ত মানব হৃদয়কে হিংসা, বিদ্বেষ, বিরক্তি, অস্থিরতা ইত্যাদির মহাভার থেকে মুক্ত করার একমাত্র উপায় আল্লাহর যিক্‌র। আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, আখিরাতের কামনা ও তাকওয়াকে হৃদয়ে সঞ্চারিত, সঞ্জীবিত, দৃঢ়তর ও স্থায়ী করার অন্যতম উপায় আল্লাহর যিক্‌র। পার্থিব লোভ ও ভণ্ডামি থেকে হৃদয়কে মুক্ত করার মাধ্যম আল্লাহর যিক্‌র। জাগতিক ভয়ভীতি ও লোভলালসা তুচ্ছ করে আল্লাহর পথে নিজেকে বিলিয়ে দিতে, তাঁর কালেমাকে উচ্চ করতে মুমিনের অন্যতম বাহন আল্লাহর যিক্‌র।

আল্লাহর যিক্‌র সম্পর্কে আজকাল মুসলিম সমাজে দ্বিবিধ অনুভূতি বিরাজমান। এক শ্রেণীর ইসলাম-প্রিয় ধার্মিক মুসলিম 'যিক্‌র-আযকার' বিষয়টিকে গুরুত্ব প্রদান করেন না, বরং অনেকটা অবহেলাই করেন। অনেকে আন্দাজের উপর বলেন, যিক্‌রের ফযীলতের হাদীস সব যয়ীফ, এর কোনো গুরুত্ব নেই। কেউ বা বলেন, কর্মই তো যিক্‌র, মুখে বারবার আওড়ালে কী হয়? কেউ বা বলেন- আগে কালেমার প্রতিষ্ঠা, ইসলামের প্রতিষ্ঠা, এরপর কালেমার যিক্‌র। সমাজে ইসলাম নেই এখন যিক্‌র করে কী হবে? এভাবে বিভিন্ন ভাষায় এ বিষয়ে অবহেলা প্রকাশ করা হয়।

যিক্‌র সম্পর্কে আলোচনা করছি বা বই লিখছি শুনলে তারা বিরক্ত হন। তারা মনে করেন, যেখানে সারা বিশ্বে মুসলিম উম্মাহ মার খাচ্ছে, ইসলামের বিরুদ্ধে চলছে গভীর ষড়যন্ত্র, সে সময়ে 'অস্তিত্ব রক্ষাকারী

CamScanner

বিষয়' নিয়ে আলোচনা না করে এ সকল সেকেলে বা একান্ত কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে লিখার কী প্রয়োজন?

আসলে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের জীবনের আদর্শকে সামনে না রেখে কুরআন ও হাদীসের সামান্য কিছু কথা শিখে তার সাথে মনের আবেগ ও মাধুরী মিশিয়ে নিজ নিজ মস্তিষ্কে ইসলাম তৈরির ফল এগুলি। মুমিনের জীবনে ঈমান বৃদ্ধি, তাকওয়া বৃদ্ধি ও আত্মশুদ্ধি যদি অস্তিত্ব রক্ষাকারী বিষয় না হয় তা হলে কি শুধু গরম গরম অন্তঃসারশূন্য বুলি আমাদের অস্তিত্ব রক্ষা করবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের জীবন থেকে আমরা কী শিক্ষা পাই? যদি আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের জীবন ও কর্মকে আমাদের আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করতাম, তাহলে দেখতাম- পরিবারে, সমাজে, দেশে ও বিশ্বে ইসলাম প্রতিষ্ঠার আগে-মধ্যে-পরে, কর্মের যিক্‌রের সাথে সর্বদা তাঁদের জিহ্বা আল্লাহর যিক্‌রে আর্দ্র থাকত। প্রতিদিন সকল ইবাদত ও কর্মের পাশাপাশি হাজার হাজার বার তাসবীহ, তাহলীল ও অন্যান্য যিক্‌র তাঁরা পালন করতেন।

অপরদিকে অন্য কিছু ধার্মিক ইসলামপ্রিয় মানুষ যিক্‌রকে ভালবাসেন, যিক্‌র করেন এবং নিজেদেরকে যাকির বলে মনে করেন। কিন্তু তাদের যিক্‌র রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের যিক্‌রের সাথে মিলে না। যিক্‌রের শব্দ আলাদা, পদ্ধতি আলাদা ও নিয়ম আলাদা। এদের সমস্যাও একই: রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণকে পরিপূর্ণ আদর্শ হিসাবে গ্রহণ না করে, তাঁদের যিক্‌র ও যিক্‌র পদ্ধতির দিকে না তাকিয়ে, যিক্‌র সংক্রান্ত কতিপয় আয়াত ও হাদীসের উপর নির্ভর করে, তাতে নিজ নিজ বিদ্যা, যুক্তি, প্রজ্ঞা ও রঙ মিশিয়ে তা পালন করছেন তারা। তারা ভাবছেন এভাবেই তারা এ সকল আয়াত ও হাদীসের উপর সর্বোত্তমভাবে আমল করছেন। 'যিক্‌র' শব্দটিই তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। রাসূলুল্লাহ ﷺ কী শব্দে, কীভাবে, কখন, কোন্ পদ্ধতিতে যিক্‌র করলেন বা করতে বললেন সে বিষয়টি তাদের কাছে ধর্তব্য নয়। তাদের যিক্‌রের ধরন-পদ্ধতি এবং যিক্‌রে ব্যবহৃত শব্দ ও বাক্যগুলো অধিকাংশই সুন্নাত বিরোধী।

যিক্‌র শব্দটির যত্রতত্র অপপ্রয়োগ হচ্ছে। যিক্‌রের নামে এমন শব্দ ও পদ্ধতি ব্যবহার করা হচ্ছে যা কখনো রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণ করেননি। বড় কষ্ট লাগে যখন আমরা দেখি- যিক্‌রের নামে, দু'আর

নামে, দরুদের নামে ও ওযীফার নামে বিভিন্ন বুযুর্গের বানানো শব্দ, নিয়ম, পদ্ধতি ইত্যাদি অতি যত্ন সহকারে পালিত হচ্ছে, কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শেখানো শব্দ, বাক্য, নিয়ম, পদ্ধতি এ সকল ক্ষেত্রে একেবারেই অবহেলিত।

আরো দুঃখ ও বেদনার বিষয় যে, আমাদের দেশের প্রচলিত ইসলামী শিক্ষামূলক গ্রন্থগুলোতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে যা কিছু যিক্র, ওযীফা বা দু'আ-দরুদের উল্লেখ আছে তার অধিকাংশই জঘন্য মিথ্যা ও বানোয়াট বিষয়। বড় আশ্চর্য লাগে যে, বুখারী ও মুসলিম সহ সিহাহ সিত্তাহ ও মিশকাতুল মাসাবীহ তো আমাদের দেশে অনেক যুগ ধরেই পরিচিত ও প্রচলিত। এ সকল গ্রন্থে সংকলিত সহীহ সালাত (দরুদ), সালাম, যিক্র, দু'আ ও ওযীফাগুলি সাধারণত আমাদের দেশের কোনো ওযীফার বইয়েই পাবেন না। পেলেও সামান্য অংশ। বাকি সব বানোয়াট, মিথ্যা ও আজগুবি কথা দিয়ে ভরা। শুধু চটকদার সাওয়াবের কথা, উদ্ভট ফযীলতের কথা ও মিথ্যা কল্পকাহিনীর ফলে বিভ্রান্ত হয়ে এগুলির পিছনে ছুটছেন সরলপ্রাণ মানুষেরা। আশ্চর্য বিষয়, যে যা শুনছেন বা দেখছেন তাই গ্রহণ করছেন, বলছেন ও লিখছেন। কোথায় কথাটি পাওয়া গেল, সত্য না মিথ্যা- তা নিয়ে কেউ চিন্তা করছেন না। অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে মিথ্যা বলার একমাত্র অবধারিত পরিণতি জাহান্নাম।

আরো অবাক লাগে, কোনো কোনো 'ওযীফা গ্রন্থ' বা 'যিক্র-আযকার' বিষয়ক গ্রন্থের লেখক তাঁর ভূমিকায় দাবি করেছেন, তিনি বানোয়াট যিক্র, দু'আ ইত্যাদি পরিহার করেছেন। শুধু হাদীসের যিক্র আযকার ও সাহাবী-তাবেয়ীগণের যিক্র আযকার ও ওযীফা লিপিবদ্ধ করেছেন। অথচ বই খুলে দেখি যা কিছু যিক্র ওযীফা লেখা হয়েছে তার অধিকাংশই বানোয়াট; হাদীস ও সাহাবীগণের আমলের বাইরে। আর কুরআন ও হাদীস থেকে যা লেখা হয়েছে তারও সংশ্লিষ্ট হাদীসসমূহ অধিকাংশ যয়ীফ (দুর্বল বা অনির্ভরযোগ্য)। যেমন, কুরআন কারীমের কতিপয় সূরার ফযীলতে অনেক বানোয়াট হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে।

'হাফত হাইকাল', 'দু'আ গঞ্জল আরশ', 'দু'আ আহাদ নামা', 'দু'আ হাবীবী', 'হিযবুল বাহার', 'দু'আ কাদাহ', 'দু'আ জামীলা', 'রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুবারাক নামসমূহের ওযীফা', 'দরুদে আকবার', 'দরুদে লাখী', 'দরুদে হাজারী', 'দরুদে তাজ', 'দরুদে তুনাজ্জিনা', 'দরুদে রুহী',

'দরুদে শেফা', 'দরুদে নারীয়া', 'দরুদে গাওসিয়া', 'দরুদে মুহাম্মাদী' ইত্যাদি হাজারো নামের হাজারো বানোয়াট চটকদার কাহিনীসমৃদ্ধ কিতাব পড়ে অগণিত সরলপ্রাণ মুমিন এ সকল দু'আ, সালাত ও যিক্‌র পালন করছেন। এ সকল যিক্‌র ও দু'আর মধ্যে অনেক মাসনূন শব্দ বা বাক্য সংকলিত রয়েছে। তবে এগুলির সংকলিত রূপের যেসকল ফযীলত বলা হয়েছে সবই বানোয়াট। এছাড়া এগুলির মধ্যে অনেক বানোয়াট বাক্য রয়েছে, যা পরবর্তী যুগের বুযুর্গ বা অবুযুর্গ মানুষদের তৈরি। এ সকল শব্দের মধ্যে নবুয়তের কোনো নূর নেই। এছাড়া এ জাতীয় অনেক দু'আর মধ্যে আপত্তিকর, আদবের খেলাফ বা শিরকমূলক শব্দও রয়েছে। সর্বোপরি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শেখানো ও পালিত শব্দ বাদ দিয়ে এগুলির নিয়মিত আমল নিঃসন্দেহে সুন্নাতের প্রতি অবহেলা।

যিক্‌র-আযকারকে অবহেলা করা এবং বানোয়াট শব্দে বা পদ্ধতিতে যিক্‌র করা উভয়ই সুন্নাতের পরিপন্থী। আমরা সুদৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, জীবনের সকল কর্মে ও সকল ক্ষেত্রে আমাদের একমাত্র পরিপূর্ণ আদর্শ ও আমাদের আলোর দিশারী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ। আমরা আরো বিশ্বাস করি যে, তিনি আমাদেরকে প্রয়োগহীন আদর্শ শিখিয়ে যাননি। তিনি আমাদেরকে আল্লাহর পথে অগ্রসর হওয়ার, জান্নাত লাভের ও জাহান্নাম থেকে মুক্তির যত পথের কথা বলেছেন তার সবই নিজের জীবনে কর্মের মাধ্যমে বাস্তবায়িত করেছেন। তাঁর সাহাবীগণও তাঁর সকল ইবাদত পালনের পূর্ণতম আদর্শ। সালাত, সিয়াম, হজ্জ, যাকাত, যিক্‌র, দু'আ, ইতিকাফ, কুরবানী ইত্যাদি সকল প্রকার ইবাদত তাঁরা যেভাবে পালন করেছেন সেভাবে পালনই আমাদের নাজাতের পথ।

এ বিষয়ক বিস্তারিত আলোচনা আমি **"এহ্‌ইয়াউস সুনান"** গ্রন্থে করেছি। সেখানে যিক্‌রের নামে সুন্নাত বিরোধী বিভিন্ন যিক্‌র ও পদ্ধতি সম্পর্কে লিখেছি। কিন্তু সুন্নাত বিরোধী কর্ম বাদ দিয়ে সুন্নাতসম্মত কর্ম তো করতে হবে; নইলে তো কোনো লাভ হলো না। এজন্য আমার পরম শ্রদ্ধেয় শ্বশুর ফুরফুরার পীর সাহেব আমাকে নির্দেশ দিলেন সুন্নাতের আলোকে বেলায়াতের পথ ও সুন্নাতসম্মত যিক্‌র আযকারের উপরে একটি বই লিখতে।

এছাড়া অনেক আবিদ ও যাকির মানুষ আমাকে মুখে ও টেলিফোনে

বলেছেন, জাহাঙ্গীর সাহেব, আপনার "এহ্ইয়াউস সুনান" বই পড়ার পরে তো কোনো বইয়ের উপরেই আস্থা রাখতে পারছি না। মিথ্যা, বানোয়াট বা যয়ীফ হাদীসের উপর আমল করে পণ্ডশ্রম হবে বলে সর্বদা ভয়ে আছি। আবার কিছু আমল তো করা দরকার। আপনি সহীহ হাদীসের উপর নির্ভর করে মুমিনের জীবনের যিক্র-ওযীফা ও পালনীয় নেক আমল সম্পর্কে লিখুন, যা আমরা নিশ্চিতভাবে পালন করতে পারব।

কিন্তু লিখতে বললেই তো হলো না। লেখকের পুঁজি তো দেখতে হবে। আমার বিদ্যা তো কিতাবে মুখস্থ করা। কিতাব না ঘেটে কিছু লিখতে পারি না। সময়-সুযোগের অভাব। সর্বোপরি নিজের আমলের অভাব। তা সত্ত্বেও কিছু লিখার চেষ্টা করলাম।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত বা রীতি ও পদ্ধতিই আমাদের এ বইয়ের একমাত্র ভিত্তি। আমি বেলায়াত, তায্কিয়া, যিক্র ইত্যাদির ফযীলত আলোচনা করেই শেষ করিনি। উপরন্তু সেগুলির ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের পদ্ধতি বিস্তারিত আলোচনা করতে চেষ্টা করেছি। কারণ এ সকল বিষয় সর্বোত্তমভাবে পালন ও অর্জন করেছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ। কাজেই, তাঁদের বিস্তারিত সুন্নাত আমাদের জানা দরকার। তাঁরা কীভাবে, কখন, কী পরিমাণে, কতবার, কী কী বাক্য দ্বারা যিক্র করেছেন তা বিস্তারিতভাবে জানার ও লেখার চেষ্টা করেছি।

সহীহ বা নির্ভরযোগ্য হাদীসই সুন্নাতের একমাত্র উৎস। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর নামে বানোয়াট কথা বলতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। এ অন্যায়ের একমাত্র শাস্তি জাহান্নাম বলে জানিয়েছেন। পাশাপাশি তিনি তাঁর উম্মাতকে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, তাঁর উম্মাতের মধ্যে, বিশেষ করে পরবর্তী যুগগুলিতে, অনেকে তাঁর নামে মিথ্যা ও বানোয়াট কথা বলবে। তিনি উম্মাতকে এদের থেকে সাবধান থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। সাহাবীগণ এ বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক থাকতেন। অনিচ্ছাকৃত ভুলের ভয়ে সাহাবীগণ পরিপূর্ণ মুখস্থ না থাকলে কোনো হাদীস বলতেন না। অন্য কারো নিকট থেকে শোনা হাদীস গ্রহণ করতে তাঁরা খুবই সতর্ক ছিলেন। কারো সম্পর্কে সন্দেহ হলে তার হাদীস তাঁরা শুনতেনই না। এমনকি অনিচ্ছাকৃত ভুলের সম্ভাবনা দূর করার জন্য কোনো সাহাবী আরেক সাহাবীকে হাদীস বললে তিনি অনেক সময় তাঁকে শপথ করাতেন যে, সত্যিই আপনি এভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছেন কি না? এছাড়া

আপনার কোনো সাক্ষী আছে কিনা? অর্থাৎ, আপনি ছাড়া এ কথাটি তাঁর মুখ থেকে আর কেউ শুনেছেন কিনা? ইত্যাদি।

তাবেয়ীগণও একইভাবে সনদ ছাড়া কোনো হাদীস গ্রহণ করতেন না। সনদের বর্ণনাকারীগণের হাদীস বর্ণনায় ভুল হয় কিনা বা তারা মিথ্যা বলেন কিনা সে বিষয়ে তাঁরা অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। সকল এলাকা থেকে হাদীস সংগ্রহ করা এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীসকে মিথ্যা থেকে পবিত্র রাখাই ছিল তাঁদের অন্যতম কাজ। পরবর্তী যুগের মুহাদ্দিসগণ তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছেন।

আমি আমার সাধ্যমত শুধু সহীহ ও হাসান হাদীসের উপর নির্ভর করার চেষ্টা করেছি। আলোচনার মধ্যে কোনো যয়ীফ হাদীসের প্রসঙ্গত উল্লেখ হলে সে সম্পর্কে স্পষ্ট বলেছি। অনেক সময় যয়ীফ হাদীস শুধু এজন্য উল্লেখ করেছি যে, হাদীসটি আমাদের দেশে প্রচলিত। হাদীসটি যে যয়ীফ তা অনেকের অজানা। হয়ত কোনো সুন্নাত-প্রেমিক পাঠক হাদীসটির সনদের দুর্বলতা জানতে পারলে তিনি উপকৃত হবেন। পরে হয়ত তিনি তার পরিবর্তে সহীহ হাদীসের উপর নির্ভর করবেন। অথবা অন্তত হাদীসটির সনদের দুর্বলতা প্রকাশ করে তা বর্ণনা করবেন।

কোনো হাদীস যয়ীফ হওয়ার অর্থ উক্ত হাদীসটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা না হওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশি। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তিকালের ১০০, ২০০ বা ৩০০ বছর পরে একজন দুর্বল, অপরিচিতি বা উল্টোপাল্টা কথা বলেন এমন ব্যক্তি দাবি করছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ কথা বলেছেন বলে অমুক ব্যক্তি তাকে জানিয়েছেন। অন্য কোনো মুহাদ্দিস এ হাদীসটি জানেন না বা কারো কাছে শুনেননি। মুহাদ্দিসগণ বিশাল মুসলিম বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত শত চেষ্টা করেও আর একজন নির্ভরযোগ্য মানুষ পেলেন না, যে এ হাদীসটি শুনেছেন বা জানেন। এ ধরনের সন্দেহযুক্ত কথা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে বলা উচিত নয়।

হাদীসের সহীহ, যয়ীফ এবং জালিয়াতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ী ও পরবর্তী যুগের মুহাদ্দিসগণ সুনির্দিষ্ট নিয়মনীতি অনুসরণ করেছেন যা অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক ও যৌক্তিক। কোনো মুহাদ্দিস এক্ষেত্রে ভুল করলে অন্যান্য মুহাদ্দিস তা সংশোধন করেছেন। যেমন, ইমাম হাকিম তার "মুসতাদরাক" গ্রন্থে কিছু জাল হাদীস ও অনেক দুর্বল হাদীসকেও সহীহ বলেছেন। অপরদিকে ইমাম ইবনুল জাওযী তার "মাওযূআত"

গ্রন্থে অনেক সহীহ বা হাসান হাদীসকে জাল বলেছেন। এজন্য আমি সহীহ, যয়ীফ নির্ধারণের ক্ষেত্রে ইজমা বা মুহাদ্দিসগণের সমন্বিত মতের উপর নির্ভর করার চেষ্টা করেছি। বিশেষত প্রাচীন ও পরবর্তী ইমামগণের মতের উপর নির্ভর করেছি। যেমন, ইমাম আহমদ, বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনু মাঈন, ইবনু হিব্বান, ইবনু খুযাইমা, মুনযিরী, হাইসামী, যাহাবী, যাইলায়ী, ইবনু হাজার ও অন্যান্য ইমাম, রাহিমাহুমুল্লাহ। এছাড়া বর্তমান যুগের মুহাদ্দিসগণের আলোচনার সাহায্য গ্রহণ করেছি।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের হাদীসের ক্ষেত্রে কোনো মতামত দেওয়া বেয়াদবী। এছাড়া সকল গ্রন্থের হাদীস উদ্ধৃত করে সাথে সাথে হাদীসটির অবস্থা লেখার চেষ্টা করেছি। যে হাদীসকে মুহাদ্দিসগণ যয়ীফ বলেছেন তা এ গ্রন্থে উল্লেখ না করার চেষ্টা করেছি। কখনো উল্লেখ করলে তার দুর্বলতার কথা উল্লেখ করেছি। প্রথমদিকে আমি চিন্তা করেছিলাম, যয়ীফ হাদীসকে যয়ীফ বলে উল্লেখ করব, বাকি সহীহ বা হাসান হাদীস সম্পর্কে কিছুই লিখব না। কারণ প্রথমেই তো বলে দিয়েছি, যেসকল হাদীসকে মুহাদ্দিসগণ সহীহ বা হাসান বলে গণ্য করেছেন সেগুলির উপরেই নির্ভর করার চেষ্টা করব। কিন্তু কয়েক পরিচ্ছেদ লেখার পরে সিদ্ধান্ত নিলাম যে, সহীহ ও হাসান হাদীসের ক্ষেত্রেও মুহাদ্দিসগণের মতামত উল্লেখ করব। যাতে পাঠক নিশ্চয়তা অনুভব করতে পারেন যে, তিনি সহীহ হাদীস অনুসারে কর্ম করছেন; তাঁর কর্মটি কোনো অনির্ভরযোগ্য সনদের উপর নির্ভরশীল নয়।

উল্লেখ্য যে, হাদীসের সনদের অবস্থা, অর্থাৎ তা সহীহ, হাসান বা যয়ীফ কোন্ পর্যায়ের তা আমি কখনো মূল বইয়ে হাদীসের পরেই উল্লেখ করেছি। কখনো পাদটীকায় উল্লেখ করেছি। পাঠককে বিষয়টির দিকে লক্ষ রাখতে অনুরোধ করছি। হাদীসের পরেই সনদের বিষয়ে কিছু উল্লেখ না থাকলে পাদটীকায় তা দেখতে পাবেন ইন্শা আল্লাহ। হাদীসের পাদটীকায় এক বা একাধিক গ্রন্থের উল্লেখ করেছি, যেসকল গ্রন্থে হাদীসটি সংকলিত বা আলোচিত হয়েছে। টীকায় উল্লিখিত গ্রন্থাবলির কোনো কোনো গ্রন্থে হাদীসটির সনদ ও সহীহ-যয়ীফ বিষয়ক আলোচনা আছে। আগ্রহী পাঠক খুঁজে দেখতে পারেন।

সূত্র প্রদানের সুবিধার জন্য আমি যিক্‌রগুলিতে নম্বর প্রদান করেছি।